পুঁথি

অষ্টম সংখ্যা, অষ্টম বর্ষ
১১ বৈশাখ, ১৪৩২ সন

বিভাগীয় হস্তনির্মিত পত্রিকা
বাংলা বিভাগ
বিজনী মহাবিদ্যালয়, বিজনী

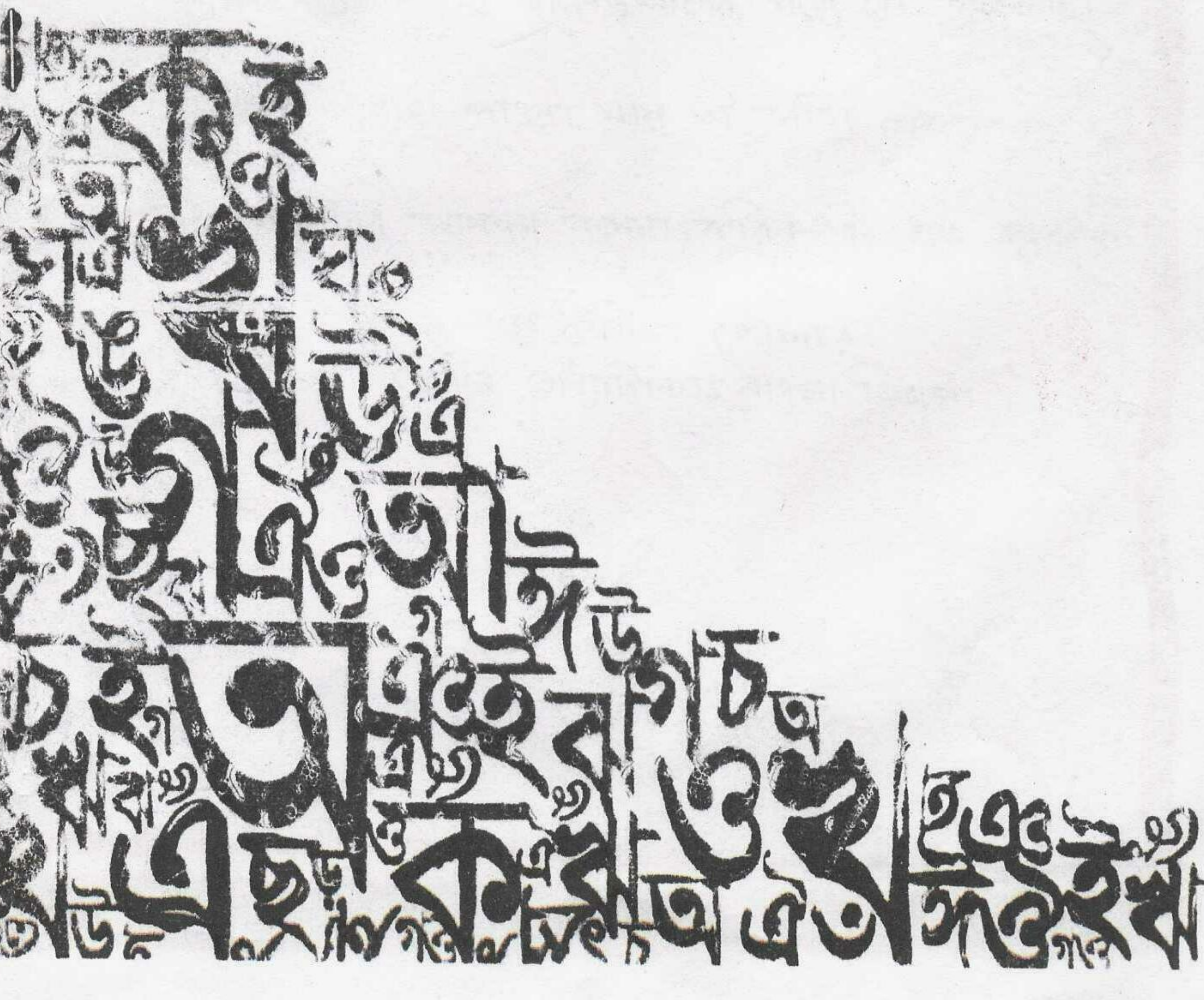

বাংলা বিভাগের তরফ থেকে হাতে লেখা পত্রিকা "স্মৃতি" ২০২৫ সালে প্রথম প্রকাশ হয়েছিল। এই বছরও বিজনী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে হাতে লেখা পত্রিকা "স্মৃতি"

সংখ্যা প্রকাশ করা হচ্ছে। আজকের কম্পিউটারের যুগেও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যে সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যি প্রশংসনীয়। এই প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা করি। এই শুভ কামনায়–

ড° ঊর্মিলা পোদ্দার
প্রধান অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

পুঁথি প্রকাশের নেপথ্যে

উপদেষ্টা – ড০ ঊর্মিলা পোদ্দার।
– সুদীপা বসাক।
– বিকি দাস।

সম্পাদিকা – অনুশা দে।
অক্ষর বিন্যাস – অনুশা দে, উজ্জ্বল আর্য্য।
প্রচ্ছদ – শুভ চক্রবর্ত্তী।

সদস্যা – শুভ চক্রবর্ত্তী, উজ্জ্বল আর্য্য, অনুশা দে,
বিকি সরকার, মিঠু ঘোষ, সীমা সাহা,
মাম্পী মজুমদার, স্নেহাশীষ বীর।

সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা

শিক্ষা কেবল পাঠ্যপুস্তকের সীমাবদ্ধ জ্ঞান নয়, এটি মননের বিকাশ, সৃজনশীলতার প্রসার এবং বাস্তব জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। অধ্যয়ন যেমন জ্ঞানের আলো ছড়ায়, তেমনই সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল কর্মকান্ড একজন শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করে। বিজনী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ সেই চিন্তাধারা থেকেই হাতে লেখা এই 'হস্তনির্মিত' প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের লেখা, মনন ও সৃষ্টিশীলতা প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছে।

এই 'হস্তনির্মিত' কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখকের লেখা সংযুক্ত না থাকলেও, এতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছে, যা ভবিষ্যতে তাদের আত্মবিশ্বাস এবং দক্ষতাকে আরও শাণিত করবে। আমরা বিশ্বাস করি, এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হয়ে উঠবে - যা নতুন প্রজন্মকে সৃজনশীলতার পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করবে।

এই পত্রিকা প্রকাশের জন্য যাঁরা শুভেচ্ছা ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পাশাপাশি, যাঁরা এই প্রকাশনার পেছনে নিরলস পরিশ্রম করেছেন, তাঁদের প্রতিও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিশেষে, আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াসে যদি কোনো ভুল-ত্রুটি থেকে থাকে, তবে তা পাঠক সমাজ উদার ইঙ্গিতে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন - এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

- সম্পাদক
অনুপা দে

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নং
০১.	পুঁথির পাতা	শুভ চক্রবর্তী	০১
০২.	অপেক্ষা	সীমা সাহা	০২
০৩.	আমাদের গ্রাম	রিঙ্কু নন্দী দাস	০৩
০৪.	জন্মদাতা	কৃষ্ণা দত্ত	০৪
০৫.	উদ্যানটা	অর্পিতা সাহা	০৫
০৬.	ফেলে আসা দিন	অনিমা রায়	০৬
০৭.	বই-খাতা	অর্পিতা সাহা	০৭
০৮.	বসন্তের ডাক	লিপিকা মহাপাত্র	০৮
০৯.	বসন্ত উৎসব	বিথি সরকার	০৯
১০.	বকুলার সাঁকো	সাগর দাস	১০
১১.	বাবার হাত	সাথী মজুমদার	১১
১২.	মা	খুরশীদ বীর	১২

ক্রমিক নং	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা নং
১৩.	মা, আমি ফিরে আসবো	- সিন্ধু ঘোষ	১৩
১৪.	সময় থাকে না	- উজ্জ্বল আর্য্য	১৪-১৫
১৫.	অনাশ্রয়	- অনন্যা দে	১৫

অপেক্ষা

হৃদয় খোঁজে এক চেনা মুখ,
দুটো চোখে স্বপ্নের সুখ।
আলো- আঁধার মিলে গিয়ে,
ভাসে সে মুখ হৃদয়ের বুকে।

আশা- ভালোবাসায় পথ চেয়ে রই,
কখনোও হাসি, কখনো বিষাদ বই।
একদিন সে আসবে ফিরে,
ভরবে মন ভালোবাসায় ঘিরে।

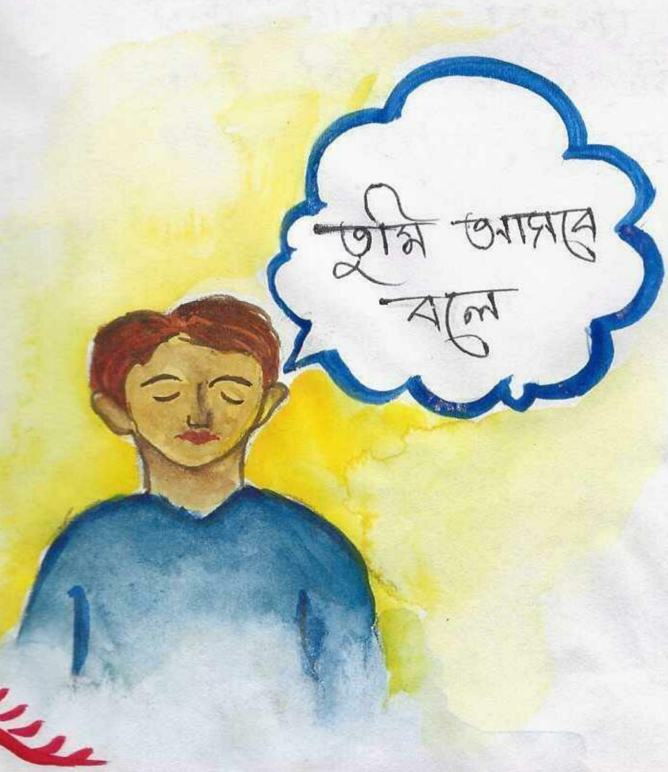

সীমা সাহা
চতুর্থ ষান্মাসিক

আমাদের গ্রাম

আমাদের গ্রাম খুবই সুন্দর,
চারপাশ জুড়ে পুকুর ঘেরা।
পুকুরে পাওয়া যায় অনেক রঙিন মাছ,
মাছ ধরেই চলে সবার বেলা।

সকাল হলে সবাই মিলে,
নেমে পড়ে মাছ ধরতে।
জাল ফেলে, খুশি মনে,
নিয়ে আসে ঘরে ফেরার পথে।

এখানে নেই কোনো ভেদাভেদ,
নেই কোনো হিংসা দ্বন্দ্ব।
সবাই মিলে থাকি আমরা,
একসঙ্গে হাসি, একসঙ্গে বাঁধি জীবন।

— রিকু নমঃ দাস
দ্বিতীয় সাময়িক

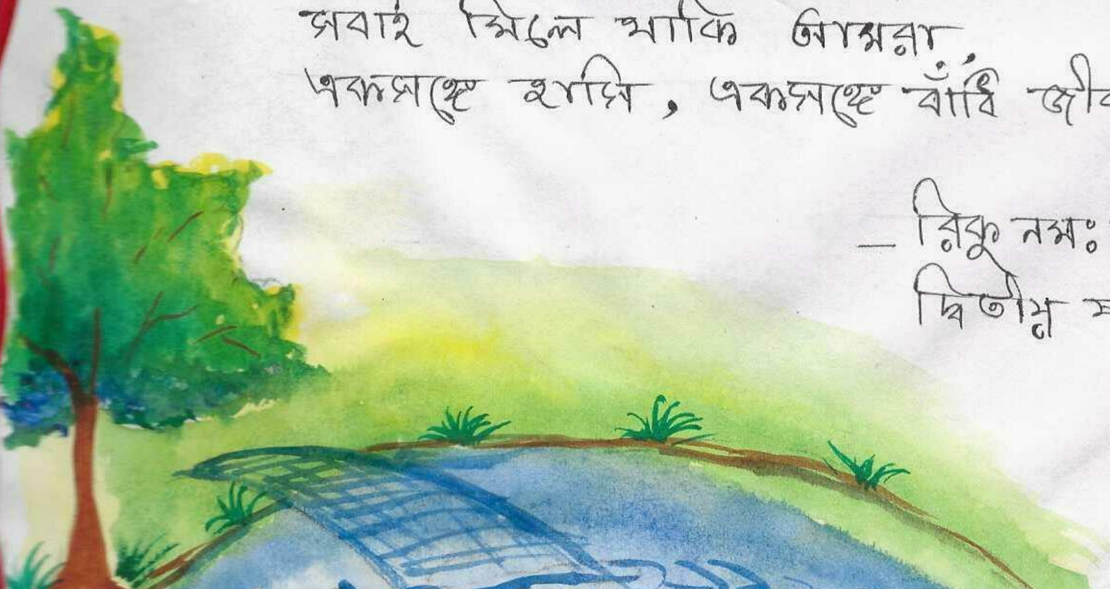

জন্মদাতা

মা কে ছাড়া হতো না এই সুন্দর ধরণী দেখার
ক্ষমতা তোমার,

কিভাবে ভুলে যাবে তার মায়া মমতা
যে তোমার জন্যে,

কপালের ঘাম মাটিতে ফেলেছে,
আজকের নব প্রজন্মই.

আজকের নব প্রজন্মই,
তাকেই দিলো বাড়ি থেকে তাড়িয়ে।

সে আর কেউ না,
তোমার জন্মদাতা আপন মাতা-পিতা।

তবুও তুমি, স্বীকার করনা কৃতজ্ঞতা,
তুমি কি, ভুলে গিয়েছো মানবতা।

যে করেছে তোমার জন্য,
আজীবন পরিশ্রম।
কেনো তার জীবনের
শেষ ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রম

— রুমা দাস
ষষ্ঠ ষান্মাসিক

টম্যাটো

নামটি আমার টম্যাটো,
রংটি আমার বেশ।
আমায় খেয়ে বড়ো হবে,
গৌরবেন্দুদের দেশ।

ভিটামিন আছে প্রচুর,
গায়ে হবে জোর।
লেখা-পড়া শিখবি অনেক,
ছোটা কিশোর ভোর।

— অর্পিতা সাহা
দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

ফেলে আসা দিন

মনে পড়ে স্কুলের মাঠ,
বন্ধুদের সাথে কাটানো, দিন।
প্রার্থনা গাইতে দাঁড়াতাম সারি সারি,
স্মৃতির পাতায় বাজে সেই তারি।

ক্লাসরুমে ছিল দুষ্টু খেলা
হাসির ফোয়ারা, চোঁড়ের মেলা।
বইয়ের পাতায় থাকত মন
নাকি বন্ধুদের গল্পগান ?

টিফিন বেলায় ছুটতাম সবাই,
নিজেরটা রেখে, খেতাম ভাই।
বান্ধবীর খাবার লাগত মজা,
আজও সে স্বাদ মনে বাজে।

যদি পেতাম সেই দিন ফিরে,
আবার যেতাম সবার ভিড়ে।
কিন্তু জানি, সময় চলে যায়,
স্মৃতির পাতা রঙ বদলায়।

— তনিমা রায়
চতুর্থ ষান্মাসিক

বই-খাতা

বই দিয়ে পড়ি আমি, খাতা দিয়ে লিখি,
জ্ঞান অর্জন করি আমি, স্বপ্ন গড়ে তুলি।

আলো এনে দেয় যে জ্ঞান, অন্ধকার করে দূর,
বই-খাতাই পথ দেখাবে, হবে ভবিষ্যৎ সুর।

সারা বিশ্বের খবর জেনে, শেখার পথেই থাকি,
জ্ঞানী হয়ে এগিয়ে যাব, লক্ষ্য ঠিকই রাখি।

ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল, ডাক্তার হবো আমি,
মা-বাবার মুখ উজ্জ্বল করে, এগিয়ে যাব আমি।

— অর্পিতা সাহা
চতুর্থ ষান্মাসিক

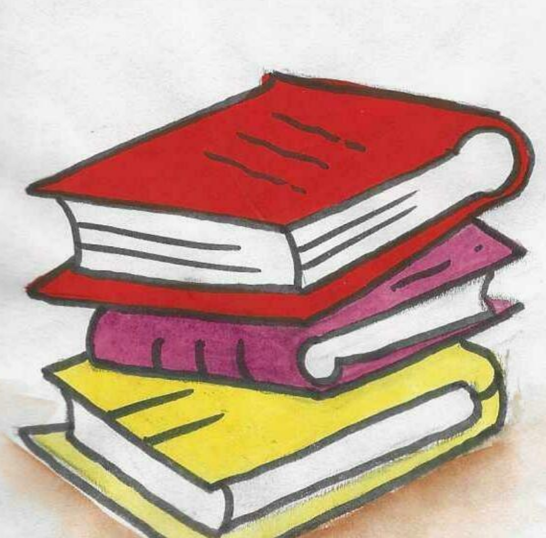

বসন্তের ডাক

শীতের শেষে বসন্ত আসে,
তাইতো আজ প্রকৃতি হাসে।
কৃষ্ণচূড়া, অশোক, পলাশের লেগেছে মেলা,
আকাশে বাতাসে তাই আজ শুধু রঙের খেলা।
কোকিলের ওই মিঠে কুহু গানে,
রঙের ছোঁয়া আজ লাগলো সবার মনে।
ডালে ডালে নানা রঙের ফুল ফোটে,
আর তাই দেখে প্রজাপতির দল আনন্দে ছোটে।
শীতের হাওয়া বদলে গিয়ে বসন্তের হাওয়া বয়,
উদাস মন তাই তো আজ বড়ো উন্মন হয়।

— লিপিকা মহাপাত্র
চতুর্থ ষাণ্মাসিক

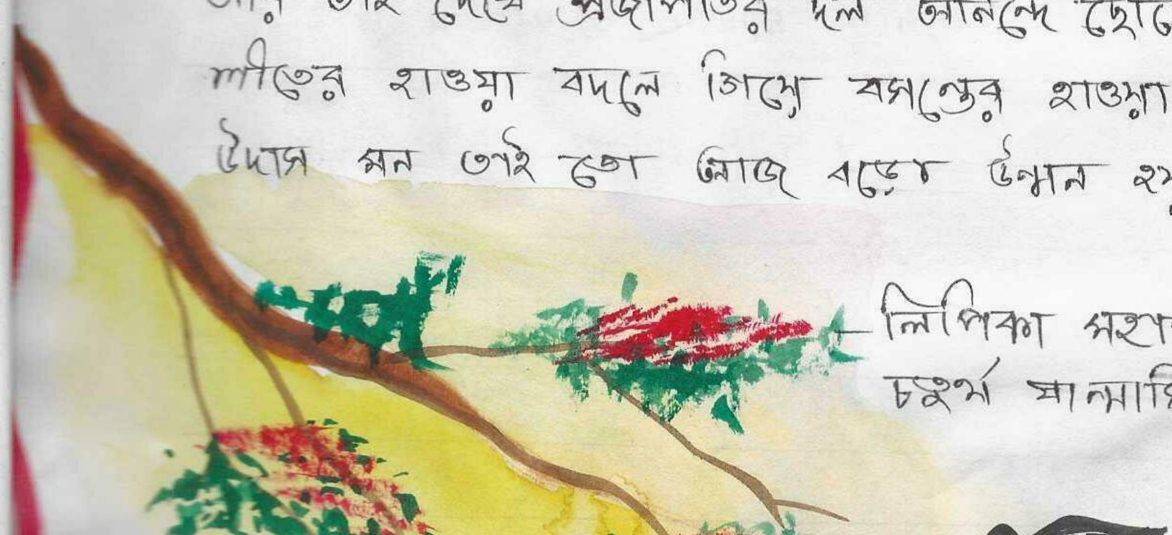

বসন্ত উৎসব

বসন্ত এলো যে ধরায়
উদাসি কোকিলের সুর মন ভরায়,
কৃষ্ণচূড়ায় রাজপথ সাজে
সখীদের কলতান কানে বাজে।

মদন দেবের আশীর্বাদ
আবির রাঙা চারিপাশ,
বউ কথা কও পাখি ডাকে
ছেলে বুড়ো সব আনন্দে মাতে।

ভ্রমরায় দল বেঁধে চলে
ফুল ফোটে কাননে কাননে,
বৃক্ষ নতুন পত্র পল্লব জাগে
সবকিছু অপরূপ লাগে।

— কীকিংসেরকমর
ষষ্ঠ ষান্মাসিক

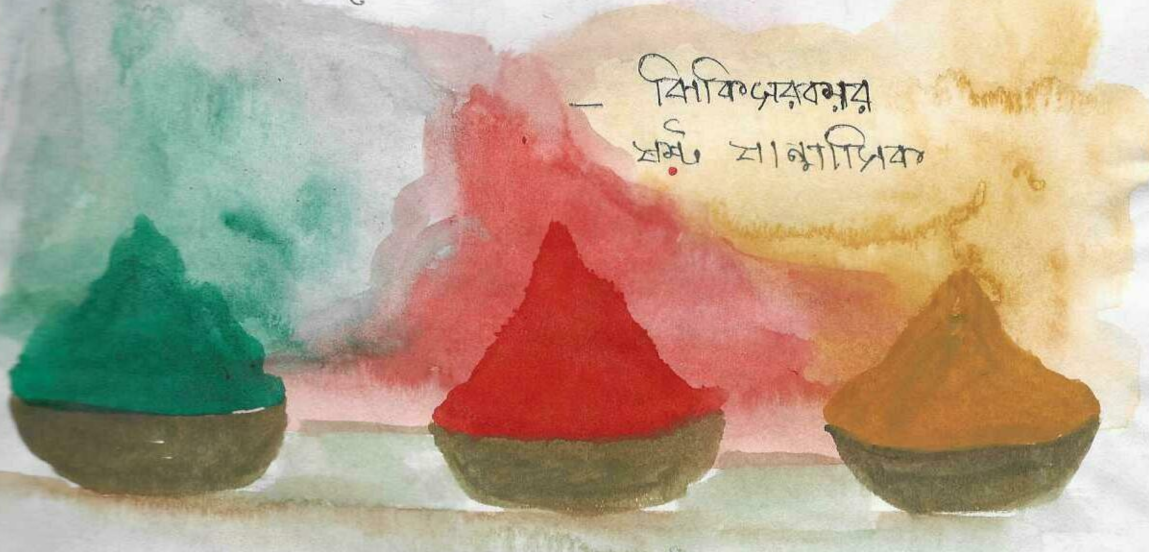

বাংলার সাঁকো

শতাব্দী আসে, শতাব্দী যায়,
আমরা শুধু মাঝপথে দাঁড়ায়।
নতুন ভাষার নতুন ঢেউ,
পুরোনো সুর কি বাজে কেউ।

সাঁকোর এপারে স্মৃতির খেলা,
ওপারে জ্বলে আধুনিক মেলা।
শিঙি, নোনতা, টক-ঝাল, তেতো,
শব্দেরা যেন সময়ের মতো।

একশো বছর ঘুরল ফিরে,
নতুন মুখ সব নতুন নীড়ে।
তবু কি কথা বলবে তারা,
বাংলার সুর, বাংলার ধারা?

নাহয় পৃথিবী বদলাবে রঙে,
নাহয় সময় মিশে যাবে ঢঙে,
তবু আমরা থাকবো চিরকাল,
বাংলা রবে — আমাদের প্রাণ।

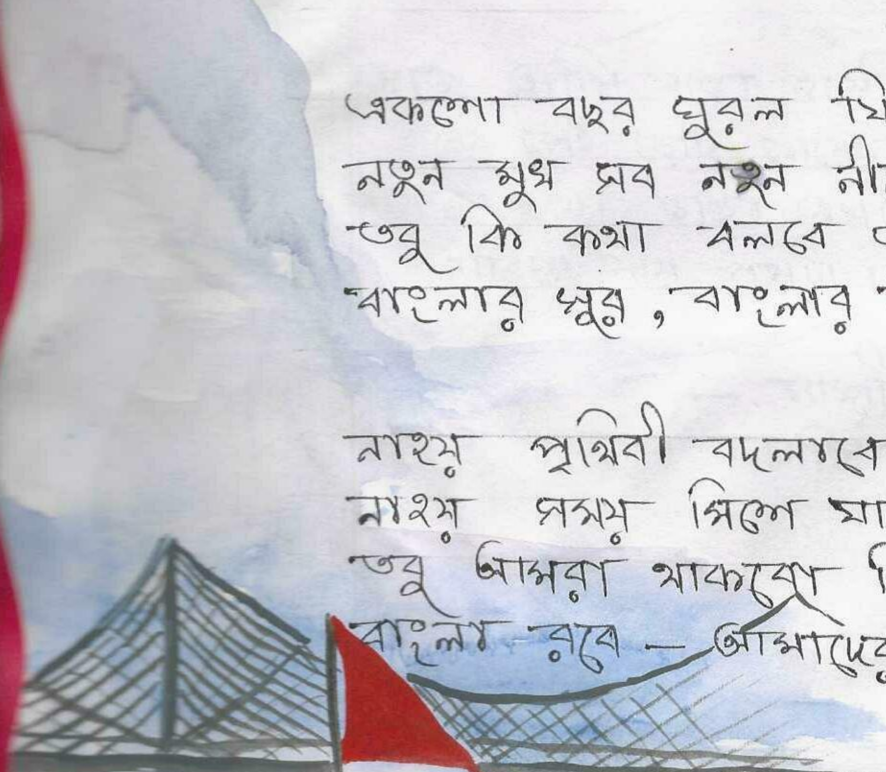

— সাগর দাস
চতুর্থ ষান্মাসিক

বাবার হাত

বাবার হাত ধরে হাঁটা,
ছিলো আমার শৈশব কালে,
আজও মনে পড়ে সেসব,
বুকটা কাঁদে আলো-আঁধারে।

কঠিন হাতে আদর ছিলো,
তীব্র রাগে স্নেহ ছিলো,
নরম বুকে পাহাড় সমান
সাহস আর প্রেম ছিলো।

আজ আমি বড়ো হয়েছি,
তবু সেই ছোট্ট মেয়েটা
বাবার ছায়া ছাড়া এখনো
হারিয়ে যায় পথটা।

— সাক্ষী মজুমদার
— চতুর্থ ষান্মাসিক

মা

মা কথাটি অতি মধুর
ভুলিও না ভাই,
মায়ের মতো আপনজন
পৃথিবীতে নাই।

মা যে কি জিনিস
বিশ্ব ভুবনে
যখন দেখি মায়ের মুখ
দুঃখ থাকেনা মনে,

আমার ওই মত ব্যথা
লুকাই মায়ের আঁচলে
মাগো তুমি ছাড়া
শূন্য আমি এই জগতে

— স্নেহাশীষ বীর
ষষ্ঠ ষান্মাসিক

মা, আমি ফিরে আসবো

জীবন আজ ব্যস্ত খুব,
তবু মন টানে তোমারে,
তোমার কোলে মাথা রেখে,
হারিয়ে যেতে চাই স্বপনে।

যদি ফিরে আসি আবার,
তুমি কি নেবে বুকে তুলে ?
মা, তোমার ওই চেনা ঘ্রাণে
আমি আবার বাঁচতে চাই ভুলে।

- মিণ্টু ঘোষ
চতুর্থ ষান্মাসিক

সময় থামে না

সময় থেমে থাকে না,
বয়ে যায় নদীর স্রোতের সাথে,
একবার ছুঁয়ে যায় হৃদয়,
তারপর মিলিয়ে যায় দূর অজানায়।

হয়তো একদিন হাত ধরেছিলাম,
স্বপ্ন বুনেছিলাম নরম বিকেলে,
কিন্তু সময় অপেক্ষা করেনি
ছুটে গেছে সূর্যাস্তের রঙে মিশে।

অতীতের পাতা উল্টে দেখি,
কিছু স্মৃতি ধুলোয় ঢাকা,
কিছু হাসি জমে আছে,
কিছু ব্যথা দগদগে রয়ে গেছে।

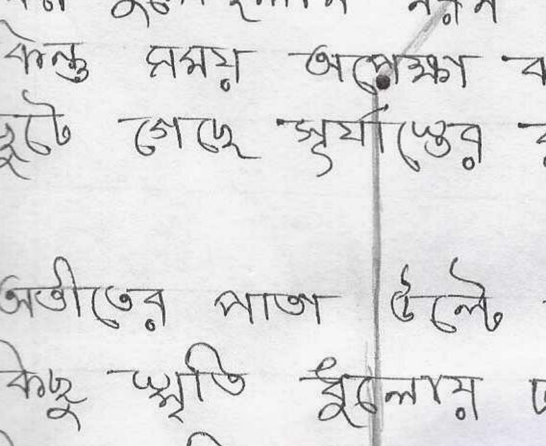

সময় ফিরবে না, জানি,
তবু কিছু আশা রেখে দিই,
যদি একদিন বাতাস বয়ে আনে,
হারিয়ে যাওয়া সেই মুহূর্তগুলোর গান।

— উজ্জ্বল আর্য্য
চতুর্থ ষান্মাসিক

আশ্রয়

সন্ধ্যার পর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বিদ্যুৎ চলে গেছে। অন্ধকার ঘরে মোমবাতির আলোয় পড়ছে ছোট্ট মেয়ে ঋমা। বাবা অরুণেশ মুখার্জি পাশে বসে মনোযোগ দিয়ে তার লেখাগুলো দেখছেন।

হঠাৎ বাইরে থেকে জোরে বাতাস এসে মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। ঋমা ভয় পেয়ে বাবার হাত চেপে ধরল। বাবা মৃদু হাসলেন, মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "ভয় পেয়েছিস?"

ঋমা ধীরে মাথা নেড়ে বলল, "না তুমি তো আছো।"

বাবা চুপ করে গেলেন। মেয়ের কথায় তাঁর চোখে জল চলে এল। জীবনের সব ঝড়-ঝাপটা সইতে রাজি, শুধু যেন মেয়েটা এমন করেই বিশ্বাস করে বাবা সব-সময় পাশে আছে।

সমাপ্ত

— অনুশা দে
ষষ্ঠ মাধ্যমিক

RT
BY SUVO
Chakraborty